

আসুন, আজাদ পরিবারের পাশে দাঁড়াই!

(আমি নিচের বিষয়টির প্রতি অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের সকল ভক্ত, অনুরাগী ও শুভানুধ্যায়ীদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই সাথে অনুরোধ করছি, বিষয়টি নিয়ে আপনারা স্থানীয় এবং জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক গুলিতে লেখা পাঠান। - লেখক)

গভীর পরিতাপের সাথে পত্রিকায় পড়লাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি মরহুম অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ এর পরিবার কে নোটিশ পাঠিয়েছে এই মর্মে, তাঁদেরকে আগামী ৩১মে, ২০০৬ সালের মধ্যে ফুলার রোডস্থ বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারটি খালি করে চলে যেতে হবে। সাথে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, এর পর আর তাঁদের থাকার অনুমতি বর্ধিত করা হবে না। ঘোষণাটি নতুন করে আজাদ পরিবারের জন্য দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে। অধ্যাপক আজাদের তিন সন্তানের মধ্যে দুই মেয়ে (বড়) এবং এক ছেলে। এদের মধ্যে সম্ভবত বড় মেয়ে মৌলি আজাদই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করেছেন। ছোট মেয়ে স্মিতা এখন ও বিবিএ অনার্সের প্রথমদিকে এবং ছেলে অনন্য স্কুলের ছাত্র। সংসার চলে মিসেস আজাদের চাকরীর টাকায়। বই-পুস্তক ও গবেষণা গ্রন্থ ছাড়া অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের জন্য ঢাকাতে কোন জমিজমা, বা বাসাবাড়ি রেখে যাননি যেখানে তাঁর পরিবার হুট করে স্থানান্তরিত হতে পারে। তাছাড়া ফুলার রোডের বাড়িটির প্রতিটি পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে হুমায়ুন আজাদের অসংখ্য স্মৃতি। নারী থেকে শুরু করে মৃত্যু পূর্ব সময়ের পাক বাদ সার জমিন- এগুলি প্রায় সবই হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন ফুলার রোডের বাসায়।

বাংলাদেশে আওয়ামীলীগ এবং বিএনপি উভয় সরকারের আমলেই বিপুল সংখ্যক সরকার দলীয় এমপি ও মিনিস্টাররা দলীয় প্রভাব ব্যবহার করে রাজউক বরাদ্দকৃত প্লট (পল্লবী, ন্যাম) নিজেদের পকেটস্থ করেছেন। রাজনীতির বদৌলতে '৭১ এর দুজন কুখ্যাত রাজাকার ও আজ মন্ত্রী পাড়ায় পুলিশ প্রহরায় আলিশান বাড়িতে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করছে। এমতাবস্থায় হুমায়ুন আজাদের পরিবারকে আবাসস্থলের প্রশ্নে সরকার অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিবে, আমরা তা মেনে নিব না। সরকারের কাছে আমরা তাই জোর দাবী জানাচ্ছি- হয় আজাদ পরিবারের জন্য সরকারের তরফ থেকে ঢাকাতে একটি এপার্টমেন্ট বা বাসার বরাদ্দ দেয়া হউক, নতুবা হুমায়ুন আজাদের সন্তানসন্ততির কৰ্মক্ষম ও স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত তাঁদেরকে ফুলার রোডের বাসায় থাকার অনুমতি দেয়া হউক। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর আজকের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দুই সন্তান নিয়ে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সে বিবেচনা থেকে রাস্ট্র জিয়ার পরিবারকে ঢাকাতে দুটো বাড়ি দিয়েছে। আশা করছি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ব্যাপারটি তাই বিশেষ সহানুভূতির দৃষ্টিতে বিবেচনা করবেন।

-জাহেদ আহমদ

কো-মডারেটর

www.mukto-mona.com

১৩ জানুয়ারী ২০০৫

নির্ভ ইয়র্ক